OPEN ACCESS

Int. Jr. of Contemp. Res. in Multi. *PEER-REVIEWED JOURNAL* *Volume 5 Issue 3 [May-Jun] Year 2026*

Research Article

ভারতবর্ষে দলিত আন্দোলন

Joynob Islam
Former Student, Dept. Of History, Gour Banga University, West Bengal, India

Corresponding Author: * Joynob Islam

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20637304

Abstract

খ্রিস্টপূর্ব 1500 অব্দ বৈদিক সভ্যতার যুগ থেকেই ভারতে শূদ্র নামে অস্পৃশ্য দলিত জাতির আত্মপ্রকাশ ঘটে। প্রাচীন হিন্দু সমাজে চারটি বর্ণব্যবস্থার একেবারে নিম্ন স্তরে রয়েছে দলিত বা শূদ্র জাতি। দলিতদের সামাজিক মর্যাদা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে দলিতরা 4টি বর্ণব্যবস্থার বাইরে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। বর্ণ ব্যবস্থার বাইরে অবর্ণ হিসেবে তাদের পরিচিতি গড়ে ওঠে। দলিত মানুষরা সমাজ বহির্ভূত তাদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনকে উচ্চবর্নের লোকেরা অপবিত্র বলে মনে করতেন। এমনকি উচ্চবর্ণের লোকেদের কাছে দলিত নামক এই অস্পৃশ্য জাতির স্পর্শ, ছায়া মাড়ানো, তাদের কণ্ঠস্বর শোনা অপবিত্র বলে মনে করতেন। পরবর্তীকালে আরো বহু অগ্রসর ও অস্পৃশ্য জাতির উদ্ভব ঘটে। এই অগ্রসর শোষিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত সম্প্রদায় ব্রিটিশ শাসনকালে দলিত নামে পরিচিতি লাভ করে। এই সময় তারা উচ্চবর্ণের নানা শোষণ ও অত্যাচারের শিকার হয় তাই দলিতদের কাছে ইংরেজ বিরোধিতার চেয়ে নিজেদের সামাজিক মর্যাদা লাভের বিষয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দলিত আন্দোলনের মূল ভিত্তি হয়ে ওঠে অস্পৃশ্যতা। অস্পৃশ্যতার ছাপ দলিতদের মনে এমন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সূচনা করে যে প্রাথমিক সংগ্রামের সময় থেকেই অস্পৃশ্যতা অবমোচন এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা এবং মন্দির ও পূজা স্থানে সমান মর্যাদায় সামাজিক অংশগ্রহণই দলিত আন্দোলনের মূল বিষয় হয়ে ওঠে। দলিতদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা পাওয়ার বিষয়টি সমগ্র দেশজুড়ে মন্দিরে প্রবেশ আন্দোলনের মাধ্যমেই প্রস্ফুটিত হয়। এর পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ শাসনের "ভাগ করো এবং শাসন করো" এই নীতির প্রয়োগ হেতু একটি সম্প্রদায়কে সুযোগ দেওয়া ও অন্য সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করার ক্ষেত্র থেকে সরকারি চাকুরী ও রাজনৈতিক আফিস এ যোগদান করার সুযোগের সুবিধা প্রাপ্তিকে ঘিরে দলিত আন্দোলন দানা বাঁধে। সূচনা লগ্ন থেকেই তাই দলিত-আন্দোলন নিজ সম্প্রদায়ের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অসফল থেকেছে। সামাজিক সমতার বৃহত্তর প্রস্তাবিত দূরেই রয়ে গেছে। শুধুমাত্র কতিপয় সরকারি পদ ও রাজনৈতিক পদ প্রাপ্তিতেই এই দলিত আন্দোলন সীমাবদ্ধ থেকেছে। স্বাধীনতার পূর্বে ও স্বাধীনতার পরে ভারতীয় সমাজে দলিত আন্দোলনের এই রূপটিই সর্বাপেক্ষা আগে নজরে আসে।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 01-05-2026
- **Accepted:** 03-06-2026
- **Published:** 11-06-2026
- **IJCRM:**5(3); 2026: 752-754
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

Joynob Islam. ভারতবর্ষে দলিত আন্দোলন. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(3):752-754.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

KEYWORDS: Untouchability, caste system, Dalit, social and political rights, movement representation.

© 2026 Joynob Islam. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. INTRODUCTION

প্রায় তিন দশক ধরে সমাজতাত্ত্বিকদের আলোচনায় দলিত আন্দোলন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। প্রাচীন হিন্দু সমাজে চারটি বর্ণব্যবস্থার একেবারে নিম্ন স্তরে ছিল শূদ্র বা দলিত নামক অস্পৃশ্য জাতি। সময়ের সারনিতে দলিতদের মর্যাদা এমন স্তরে পৌঁছায় যে তারা চতুবর্ণ ব্যবস্থার বাইরে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। বর্ণ ব্যবস্থার বাইরে অবর্ণ হিসেবে তাদের পরিচিতি গড়ে ওঠে। সমাজ বহির্ভূত হওয়ায় দলিতদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের মানুষদের জন্য তাদের স্পর্শ, ছায়া মাড়ানো বা কণ্ঠস্বর শোনাও অপবিত্র বলে মনে হত। সংখ্যায় অধিক হওয়া সত্ত্বেও এই দলিতরা সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষদের কাছে অনাদর, অমানবিক আচরণ পেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে যে সেই সামাজিক অভ্যাস থেকে মুক্তি পাবার জন্য তারা ভারতীয় সমাজে এক ধরনের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। দলিত আন্দোলনের মূল ভিত্তি অস্পৃশ্যতা। এই ছাপকে দলিতদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করায় প্রাথমিক সময় থেকেই অস্পৃশ্যতা উচ্ছেদ এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা এবং মন্দির ও পূজা স্থানে সমান মর্যাদায় সামাজিক অংশগ্রহণই দলিত আন্দোলনের মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সমগ্র দেশ জুড়ে মন্দির প্রবেশ আন্দোলনের মাধ্যমেই প্রস্ফুটিত হয় দলিতদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি। ব্রিটিশ শাসনকালে "ভাগ করো এবং শাসন করো" এই নীতির প্রয়োগ একটি সম্প্রদায়কে সুযোগ দেওয়া ও অন্য সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করার ক্ষেত্র থেকে সরকারি চাকুরী ও রাজনৈতিক আফিস এ যোগদান করার সুযোগের সুবিধা প্রাপ্তিকে ঘিরে দলিত আন্দোলন দানা বাঁধে। সূচনা মুহূর্ত থেকেই তাই দলিত আন্দোলন নিজ সম্প্রদায়ের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অসফল থেকে গেছে। সামাজিক সমতার বৃহত্তর প্রশ্নটিওত দূরেই রয়ে গেছে, শুধুমাত্র কতিপয় সরকারি পদ ও রাজনৈতিক পদ প্রাপ্তিতেই দলিত আন্দোলন সীমাবদ্ধ থেকেছে।

দলিত আন্দোলন কতিপয় সমাজসংস্কারক ও সাধু-সন্ন্যাসীদের নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়েছে সর্বজনস্বীকৃত ও সংগঠিত কিছু আন্দোলনের আগে অবধি। রামচন্দ্র, চৈতন্য, কবীর, তুকারাম প্রভৃতির নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। ভক্তি আন্দোলনের হাত ধরেই দলিতদের সামাজিক মর্যাদা প্রাপ্তির আন্দোলন দানা বাঁধে। সমস্ত মানুষের সমতার দাবিতে বিশ্বাস রেখে, এবং সকলের জন্য সুন্দর জীবনের কামনা করে এই আন্দোলনের শরিকরা সেই সামাজিক কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করতে শুরু করে, যে কর্তৃত্ব সমাজে অসমতা, অস্পৃশ্যতা বজায় রেখেছে। এই আন্দোলন দাবী করে সমাজে প্রত্যেক মানুষেরই অন্যের সমান ও সম্মানীয় হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিত। দলিত আন্দোলন আধুনিক সমাজে দেশব্যাপী নানাবিধ সামাজিক ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ফুটে উঠেছে। রাজা রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন সমাজে অবস্থিত সর্বপ্রকার জাতিভিত্তিক অসমতায় অবসানেই শুধু লিপ্ত ছিলনা, সমাজের একটি বিশেষ অংশকে যারা এই জাত ভিত্তিক সামাজিক অসমতার বিশ্বাসী ছিল তাদের সমালোচনা ও আক্রমন করতেও পিছপা ছিলনা। 1875 A.D তে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রবর্তিত আর্য সমাজ আন্দোলনের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দয়ানন্দ সরস্বতী বর্ণব্যবস্থায় অস্পৃশ্যতাকে আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা না করে কর্মভিত্তিক সামাজিক স্তরবিন্যাসের কথা উল্লেখ করেন, যেখানে কর্ম অনুযায়ী ব্রাহ্মণ শূদ্রের স্তরে নেমে যেতে পারে, আবার শূদ্র ব্রাহ্মণের স্তরে সুকর্মের দ্বারা উন্নীত হতে পারে। এই সামাজিক সচলতা রাষ্ট্রের অনুমতি সাপেক্ষেই ঘটতে পারে। এভাবেই দেশে বিভিন্ন অংশে নব-বেদান্তিক আন্দোলন এবং অ-ব্রাহ্মণ আন্দোলন দলিত আন্দোলনের এক বৃহত্তর অনুঘটক রূপে কাজ করেছিল।

জ্যোতিবা ফুলের নেতৃত্বে সত্যশোধক সমাজ 1870 A.D তে অব্রাহ্মণ ও অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনের কথা বলা যায়। "মালি" জাতির লোক বলে জ্যোতিবা ফুলে তাঁর বাল্যজীবনে নানা ধরনের অপমানের শিকার হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ঔদ্ধত্য তার অন্তরে একধরণের বিদ্রোহ ও সংস্কারের বাসনার জন্ম দিয়েছিল। হিন্দু সমাজের সামাজিক কাঠামোর অভ্যন্তরে নিম্নজাতের মানুষদের জন্য উপযুক্ত স্থান ও সম্মান আদায় করাই ছিল তাঁর আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। ভারতীয় সমাজে নিম্নবর্ণ দলিত ও অস্পৃশ্যদের জন্য সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির বিষয়টিকে তাঁর আন্দোলনের মূল লক্ষ্য বলে উপস্থাপিত করেছিলেন। তিনি মহারাষ্ট্রের নিম্নবর্ণের লোকেদের সামাজিক উন্নতির জন্য তিনি খুবই সচেষ্ট ছিলেন, এই উদ্দেশ্যে নারী ও শিশুদের জন্য বিদ্যালয়, অনাথ আশ্রম প্রভৃতি স্থাপন করেছিলেন।

1993 সালে অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন ও শ্রীনারায়ণ গুরুর নেতৃত্বে শ্রী নারায়ণ ধর্ম পরিপালন কর্মপন্থা দলিত আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল অস্পৃশ্য জাতির মানুষদের জন্য দু ধরণের আন্দোলনে ভূমিকা নিয়েছিল এই পন্থা। হিন্দুদের সঙ্গে সমমর্যাদায় স্থান পাবার ইচ্ছায় কেরালার প্রভৃত হিন্দু মন্দির স্থাপন করে, সেখানে সকল জাতির মানুষের প্রবেশকে নিশ্চিত করেছিল। বর্ণ হিন্দুরা এজাহবা সম্প্রদায়কে নিজেদের জাতিভুক্ত করতে চায়নি। এই কারণেই নারায়ণ গুরু 'সত্যাগ্রহ' শুরু করেন এবং ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করেন।

অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন গোটা দেশ জুড়ে ব্যাপক আকার ধারণ করে বিংশ শতাব্দীর 20 - এর দশকে। তামিল নাড়ুতে এই সময় দেখা দেয় "নাদার মহাজন সঙ্গম" আন্দোলন গড়ে ওঠে "নাদার" সম্প্রদায়ের লোকেদের দীর্ঘদিন ধরে তাদের সনাতন উপার্জন ব্যবস্থার পরিবর্তে অন্য ধরণের উপাসনা পদ্ধতি তে নিযুক্ত হতে হচ্ছিল। আর্থিক সঙ্গতির সুবাদে এই গোষ্ঠী সংস্কৃতায়নের মাধ্যমে নিজেদের জাতিগত পূর্ব অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারা রাজনৈতিক দাবি দাওয়া আদায়ের সূত্র ধরে রাজনীতি আঙ্গিনায় নিজেদের স্থান করে নিয়েছিল।

রামাস্বামী নাইকার বা পেরিয়ার ছিলেন তামিলনাড়ুতে বিংশ শতাব্দীর 20 এর দশকে দলিত আন্দোলনের অন্যতম রূপকার। তাঁর নেতৃত্বে পেরিয়ার আন্দোলন ছিল দলিতদের আত্মমর্যাদার আন্দোলন। ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের অধীনস্থ হওয়ার মধ্যেই দলিতদের উন্নয়ন এই চিন্তার বিপরীতে গিয়ে পেরিয়ার আন্দোলন হিন্দু সমাজের প্রচলিত প্রথা ও সামাজিক ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি চেয়েছিল। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুদের জীবন যাপন সম্পর্কে পেরিয়ার তাঁর আপত্তির কথা জানিয়েছেন। জাস্টিস পার্টির ব্যানারে দলিত আন্দোলনের মাধ্যমে দলিতদের জন্য শুধুমাত্র আর্থিক-সামাজিক-রাজনৈতিক স্বীকৃতি না চেয়ে তথাকথিত উচ্চবর্ণ হিন্দুরা দলিতদের উপর যে অনুশাসন চাপিয়ে দেন তারও অবসান চেয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে দলিত আন্দোলন হিন্দুধর্মকে অস্বীকার করেছে, এমনকি ব্রাহ্মণদের পৈতা বা উপবীতকে ছিঁড়ে ফেলা, হিন্দু দেবতাদের মূর্তি নষ্ট করা প্রভৃতি কাজেও পিছিয়ে ছিল না। পেরিয়ার আন্দোলন প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে দাঁড়ায় এবং দলিতদের নিজেদের অধিকার ও মর্যাদা ফিরে পাওয়ার বাসনা থেকেই ক্রমে তা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছিল।

পাঞ্জাবে অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। মঙ্গুরামের নেতৃত্বে আদিধর্ম আন্দোলন দলিতদের প্রথা-আচার ব্যবহারের তথা কথিত সংস্কৃতায়নের মাধ্যমে পাঞ্জাবে এক জোরদার আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আদিধর্ম আন্দোলনের মূল বক্তব্য ছিল পাঞ্জাবে দলিত অস্পৃশ্যরা সব সময়ই হিন্দু, শিখ, মুসলিমদের মতো অনন্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে পাঞ্জাবে বিরাজমান। আদিধর্ম আন্দোলন এমন করেছিলেন দলিত, অস্পৃশ্যদের নিজেদের আন্দোলন নিজেরাই পরিচালিত করতে পারে। নিজস্ব সাংস্কৃতিক কুলগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাদের বিকশিত হবার ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সমানভাবে রাষ্ট্রীয় আচরণ পাবার উপযুক্ততা রয়েছে প্রতিকূল রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই নিজেদের স্বরূপ বোঝাতে সক্ষম হয়। পরবর্তী সময়ে এই আন্দোলনের শিক্ষিত অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে অশিক্ষিত অংশগ্রহণকারীদের মতপার্থক্য বা বিরোধ তৈরি হয়। এই আন্দোলনটি স্তিমিত হয়ে পড়ে। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা পরিশেষে আম্বেদকরের সিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের অঙ্গ হয়ে পড়ে।

মহারাষ্ট্রে ডঃ ভীমরাও আম্বেদকারের নেতৃত্বে অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের দলিত আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন। আম্বেদকার মহার জাতির সন্তান ছিলেন। মহার আন্দোলনের মধ্য দিয়েই মহারাষ্ট্রে অস্পৃশ্য বিরোধী আন্দোলনের সূচনা করেন। আম্বেদকার বুঝেছিলেন সমগ্র দেশব্যাপী দলিত আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে হলে এই আন্দোলনের একটা রাজনৈতিক রূপ দেওয়া দরকার। এই জন্য তিনি স্বাধীন শ্রমিক পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। এর মূল উদ্দেশ্য হল অস্পৃশ্য দলিত মানুষদের জন্য সংগ্রাম করা। এই দল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তেমন সফল হয়নি।

© 2026 Joynob Islam. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

ডঃ ভীমরাও আম্বেদকারকে 1930 A.D দশকে দলিত আন্দোলনের সকল মনিষী তাদের নেতা হিসেবে মেনে নেয়। আম্বেদকার তাঁর ভাষণে বলেন দলিতদের ধর্ম ছাড়া হারাবার কিছু নেই। একই সঙ্গে তিনি দলিতদের জন্য পৃথক নির্বাচক ক্ষেত্রের দাবি তোলেন। এই দাবির প্রশ্নেই আম্বেদকারের সঙ্গে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর মতপার্থক্য শুরু হয়। তিনি আম্বেদকারের দুটি দাবির একটিকে যুক্তিগ্রাহ্য মনে করলেন না। 1932 A.D সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার সময় আম্বেদকার দলিতদের জন্য পৃথক নির্বাচক ক্ষেত্রের দাবিকে অনেকটাই কার্যকর করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর বিরোধিতা করে গান্ধীজী অনশন শুরু করেন। শেষপর্যন্ত গান্ধী ও আম্বেদকারের মধ্যে আপোষ হয় এবং সাধারণ নির্বাচক ক্ষেত্রের মধ্যেই দলিতদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়। পুনা চুক্তি স্বাক্ষরের পর আম্বেদকার কিছুটা হতাশ হন। এই হতাশা থেকেই তিনি দেশের স্বাধীনতার দাবিও বিরোধিতা করেন। তিনি মনে করতেন ঔপনিবেশিক শাসন ভারতে দলিতদের স্বার্থ রক্ষা করবে। 1942 A.D ভারতব্যাপী দলিতদের স্বার্থ রক্ষার নিমিত্তে সিডিউলড্ কাস্ট ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা করেন। যারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথাও স্বীকার করেছিল, যদিও পরবর্তীকালে আন্দোলনটি শিক্ষা, সরকারী চাকুরীর সংরক্ষণ এবং রাজনৈতিক লাভ এর ক্ষেত্র গুলিকেই গুরুত্ব দিয়েছিল। স্বাধীনতার প্রাক্কালে এই দলিত আন্দোলন আম্বেদকার যেভাবে চেয়েছিলেন সেই রূপ ধারণ করেনি। তামিলনাড়ুতে দলিত আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করেছিল। দলিত আন্দোলনের মূল ধারার বাইরে বেশ কিছু ব্যক্তি এবং অব্রাহ্মণ মানুষ দলিতদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছিল। প্রথমে সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয় গান্ধীজির নাম। দলিতদের "হরিজন" বা "ঈশ্বরের সন্তান" এই আখ্যা দিয়ে 1932 A.D-এ গান্ধীজী সারা ভারত হরিজন সেবক সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এর মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী দলিতদের শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র তৈরিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। "হরিজন" নামে একটি পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করতে থাকেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বকে স্বীকার করে 1932 A.D তে পুনা চুক্তিতে আম্বেদকারও ক্রমে এই কার্যক্রমে অংশ নিতে শুরু করে। দীর্ঘ শতাব্দী ব্যাপী দলিত অবদমন ও অত্যাচার এবং সামাজিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এই ভাবে একটি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দলিতদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্ম প্রত্যয় লাভের একটি পথ নির্দেশ করেছিল।

CONCLUSION

প্রায় তিন দশক ধরে সমাজতাত্ত্বিকদের আলোচনায় দলিত আন্দোলন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। দলিতরা ছিল প্রাচীন হিন্দু সমাজে প্রচলিত চারটি বর্ণব্যবস্থার সর্ব নিম্নস্তরের। দলিত বা শূদ্ররা চতুবর্ণ ব্যবস্থার বাইরে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। বর্ণ ব্যবস্থার বাইরে অবর্ণ হিসেবে তাদের পরিচিতি গড়ে ওঠে। দলিতরা সমাজ বহির্ভূত হওয়ায় উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাদের স্পর্শ, ছায়া মাড়ানো ও তাদের কণ্ঠস্বর শ্রুত হওয়াকে অপবিত্র বলে মনে করত। সংখ্যায় অধিক হওয়া সত্ত্বেও তারা সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষদের কাছে অতিরিক্ত অনাদর, অমানবিক আচরণ পায় সেই সামাজিক অভ্যাস গুলি থেকে মুক্তির জন্য আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। দলিত আন্দোলনের মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় অস্পৃশ্যতা। অস্পৃশ্যতার ছাপ দলিতদের মনে এমন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই দলিতরা আন্দোলন করে তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক, সাংবিধানিক সকল অধিকার লাভ করার জন্য ভারতে উপজাতি আন্দোলন ও দলিত আন্দোলনের গতি প্রকৃতি ও চরিত্র অনুধাবন করলে বোঝা যায় এই আন্দোলন গুলি নির্দিষ্ট কোনো একটি ধরনে, অর্থাৎ কৃষিভিত্তিক না রাজনৈতিক কোনো বিশেষ বিষয় ভিত্তিক এইভাবে ভাগ করা যায় না বরং সমস্ত বিষয়ীসূচক মাত্রা ভেদেও এই আন্দোলনগুলির একটি সামগ্রিক রূপ রয়েছে। উপজাতি আন্দোলনের মধ্যেই যেমন বহির্গোষ্ঠীর সামাজিক অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশের মাত্রা আছে তেমনি দলিত আন্দোলনের মধ্যে সনাতনী ভারতীয় ধর্মের প্রভাব রয়েছে। এছাড়া এই দুটি আন্দোলনের ক্ষেত্রে আন্দোলনকারী গোষ্ঠীবর্গের আপন স্বতন্ত্রতাকে রক্ষা ও অন্যের হাত থেকে তার বিপন্নতা রক্ষা করার মানসিকতা একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। এখানেই এই আন্দোলন দুটির অনন্যতা।

REFERENCE

1. Shah G. Ambedkar and after: the Dalit movement in India. New Delhi: Sage Publications; 2002.
2. Shah G. Social movements in India: a review literature. New Delhi; 1990.
3. Jaffrelot C. Dr Ambedkar and untouchability. New Delhi: Permanent Black.
4. Jaffrelot C. India's silent revolution: the rise of the low castes in North Indian states. Delhi: Permanent Black; 2003.
5. Omvedt G. Dalits and the democratic revolution: Dr Ambedkar and the Dalit movement in colonial India. Sage Publications; 1994.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-Commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the Corresponding Author

Joynob Islam is a former student of the Department of History at Gour Banga University, West Bengal, India. He has academic interest in historical studies and research, with a focus on understanding past events and socio-cultural developments. He is engaged in developing his knowledge in the field of history and humanities.

© 2026 Joynob Islam. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/